www.xtrapapers.com

M12/1/A1BEN/SP1/BEN/TZ0/XX

22120031

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A1 – STANDARD LEVEL – PAPER 1
BENGALI A1 – NIVEAU MOYEN – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A1 – NIVEL MEDIO – PRUEBA 1

Thursday 10 May 2012 (morning)
Jeudi 10 mai 2012 (matin)
Jueves 10 de mayo de 2012 (mañana)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a commentary on one passage only. It is not compulsory for you to respond directly to the guiding questions provided. However, you may use them if you wish.
- The maximum mark for this examination paper is *[25 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire sur un seul des passages. Le commentaire ne doit pas nécessairement répondre aux questions d'orientation fournies. Vous pouvez toutefois les utiliser si vous le désirez.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est *[25 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario sobre un solo fragmento. No es obligatorio responder directamente a las preguntas que se ofrecen a modo de guía. Sin embargo, puede usarlas si lo desea.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[25 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2012

www.xtrapapers.com

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা কর :*

১।

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায় ঘোরাঘুরি করে অবাক হয়ে গেল সুমন্ত। শুধু আমেরিকা এবং তার বিভিন্ন শহর নিয়ে ছাপা বাংলা বইয়ের সংখ্যাই শখানেকের বেশী। গত কয়েক বছরে তা বেরিয়েছে। অন্যান্য শহর, দেশ মহাদেশ নিয়ে সংখ্যাটা হাজার তো হবেই। ভ্রমণকাহিনীর পর ভ্রমণকাহিনী। একটা দোকানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে আসতে লাগল তার লিস্টের সমস্ত বই মায় মোহিনী মায়ার মার্কিনের এক মাসের মধ্যে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ। টাকা কম পড়ল। অফিসে তার ড্রয়ারের গোপন কোণে সে সব সময়ই দেড়শো–দুশো টাকা রেখে দেয়। তার সবটা খরচ হয়ে গেল। এত ভ্রমণকাহিনী লেখা হয় বাংলা হরফে, তা সম্পূর্ণ অজানা থেকে যেত আজ এই বইগুলো কিনতে না এলে। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল অবাক বিস্ময়ের প্রশ্ন—এসব বই খুব চলে দেখছি, কারা কেনে বলুন তো ? বিল কাটতে কাটতে লোকটির জবাব অসাধারণ লাগল সুমন্তের।—এই যারা সবসময় কোথাও না কোথাও চলে যেতে চায় অথচ যায় না, তারা।

কোটি কোটি মানুষই তো বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়েও যায় কোটি কোটি মানুষ, ফিরে এসে আবার বেরিয়ে পড়ে। আরো যেসব কোটি মানুষের যাওয়া হয় না কোথাও তাদের মধ্যে যারা পারে তারা হয়তো চেয়ে বা কিনে পড়ে এসব বই। ভাবে একদিন না একদিন তারাও বেরিয়ে পড়বে।

তার বাবাও একদিন বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। সব ছেড়ে। নার্সিংহোম ছেড়ে, বর্ধমান কলকাতা বাংলাদেশ বউবাচ্চা সব ছেড়ে। বাবার মৃত্যুর কয়েকবছর পর যখন সে এম এ পড়ে একদিন খুঁজে পেয়েছিল একটা চাবি বহুদিন না খোলা, বইয়ের আলমারির তাকে ভাঁজ করা বিবর্ণ কাগজের তলায়। বাবার ওইভাবে মৃত্যুর পর বাবার নিজস্ব চেম্বারের তালা খোলা হয় নি। দাহ করে ফিরে আসার দিন অনেক রাত্রে আচ্ছন্ন তন্দ্রার মধ্যে দেখেছিল দরজা খুলে মাকে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে যেতে। জেগে গিয়েছিল তার দাদাও। কোনো কথা না বলে নিচে নেমে দূর থেকে দেখেছিল বাবার চেম্বারের তালা খুলে আলো জ্বালিয়ে মা যেন কি খুঁজছেন।আর তার অল্প কিছুক্ষণ পরেই কানে এসেছিল কফ জড়ানো চাপা কান্না। সেই প্রথম মা–র গলা থেকে কান্নার মতো কিছু বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল বাবার মৃত্যুর প্রায় দেড় দিন পর। কিছুটা এগিয়ে যেতেই তাদের দেখে মা–র চোখের জলে ছায়া পড়েছিল অদ্ভুত এক ভয়ের। পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে তালা বন্ধ করে চাবি মুঠোয় নিয়ে সেই যে মা ছুটে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তারপর মা বেরিয়ে এসেছিল পরের দিন অনেক বেলায়। দরজায় ধাক্কা যতবার দিয়েছিল তারা, ততবারই মা বলেছিল—একটু পরে খুলব, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দে। মামারা এসে অনেক বোঝানোর পর দরজা খুলেছিল মা। কোনো কথাই মাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। অন্তত তাদের সামনে নয়। অনেক বছর কেটে যাবার পরও তারা জিজ্ঞাসা করে নি কোনোকিছুই মাকে। কেন জানি না মনে হয়েছিল কিছু জিজ্ঞাসা না করাই ভালো। শুধু দিদি সবটা না হলেও অনেকটা জানত। কিন্তু দিদিও কোনোদিন কোনো কথা বলে নি। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল দিদি। আঠারো বছর পেরোতে না পেরোতেই মা দিদির বিয়ে দিয়ে দেন অমরদার সঙ্গে। অমরদা ছিল বাবার কম্পাউন্ডার। বাবাই মানুষ করেছিলেন অমরদাকে। বাবা থাকতে থাকতেই অমরদা প্রায় নার্সিংহোমের অলিখিত চালক হয়ে গিয়েছিল। নার্সিংহোম বন্ধ হয়ে গেলেও অমরদা তাদের বাড়িতে আসা–যাওয়া আগের মতই বজায় রেখেছিল। দিদি ও অমরদার প্রেম মার চোখ এড়ায় নি। কিছু ঘটে যাবার আগেই আত্মীয়–স্বজন বন্ধুবান্ধবদের অনেক বারণ সত্ত্বেও মা সাত–তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। যা কিছু দিদি জেনেছে সে ওই অমরদার কাছ থেকেই। অমরদা এখন বিলাসপুরে,

www.xtrapapers.com

বিশাল ওষুধের দোকানের মালিক। বিয়ের কয়েক বছর পরই তারা বর্ধমান ছেড়ে বিলাসপুর চলে যায়। বি এ পাশ করার পর সুমন্ত গিয়ে একবার বেশ কয়েকদিন ছিল। রোজই অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করত তারা। একদিন বাবার কথা এসে পড়েছিল মাঝখানে। দিদি হঠাৎ কেঁদে উঠে বলেছিল—আমি জানি, আমি সব শুনেছি। অমরদার প্রচণ্ড ধমকে দিদি থেমে যায়। পরদিন বা তারও পরদিন দিদি আর বাবার প্রসঙ্গ তোলেই নি। শুধু চলে আসার দিন সকালে একা পেয়ে বলেছিল—কোনোদিন যদি সময় পাই তোকে একদিন বলব।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, *চার ভুবনের মায়া* (২০০৩)

– "সুমন্ত" চরিত্রটি সর্ম্পকে তোমার কি ধারণা হয়, তা উপরোক্ত অংশটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখাও।

– উপরোক্ত অংশে মানবিক সম্পর্কের বিবর্তন লেখক কিভাবে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা কর।

– লেখক উপরোক্ত অংশে তাঁর মূল বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে কিভাবে চিত্রকল্পকে (ইমেজারী) ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করে দেখাও।

– উপরোক্ত অংশে লেখকের ব্যবহৃত সাহিত্যিক গঠনভঙ্গি ও আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা কর।

www.xtrapapers.com

২।

উলঙ্গ রাজা

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে; শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয়;
কেউ–বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ–বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে,
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য–উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

www.xtrapapers.com

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর–ঘাস–মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে, কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির উর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা* (২০০৯)

– উপরোক্ত কবিতাটিতে কবি তাঁর মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরতে যেভাবে ভাষাকে ব্যবহার করেছেন তার সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?

– উপরোক্ত কবিতাটিতে রূপকের ব্যবহার কি ভূমিকা পালন করেছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

– পাঠক ও পাঠিকার মনে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য কবি যে সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গী বা শৈলী ব্যবহার করেছেন, তা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?